দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... AUG. 24 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও স্থান নির্বাচন

অত্যন্ত সুখকর সুসংবাদ। প্রতিশ্রুতি পেরিয়ে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়েছেন। দূরে কাছে অনেক জায়গা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিটি কোন্‌টি পছন্দ করেন, কে জানে। তবে রাঙ্গামাটির কিছু সাধারণ লোক আর আমি অভাজনের একটি পছন্দ ও পরামর্শ আছে; আর সেটি হলো, রাঙ্গামাটি শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ জুড়ে অবস্থিত 'অনাবাদি পাহাড়ি এলাকাটি– যেখানে লোকবসতি কম ও কয়েক হাজার একর চওড়া টিলা জমি বিদ্যমান, যেটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠানাদি ও শহর গড়ে তোলার পক্ষে অতি উত্তম। আমি ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার লেখনীর মাধ্যমে প্রস্তাব রেখেছি, ১০৪ নং ঝগড়াবিল মৌজার অনাবাদি এই অতি মূল্যবান এলাকাটি শহর সম্প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তোলার দ্বারা কাজে লাগানো হোক, এবার সে সুযোগটি এসেছে। রাঙ্গামাটিবাসী সোচ্চার এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি এই এলাকায়ই স্থাপিত হোক। এমন উত্তম জায়গার আর দ্বিতীয় বিকল্প নেই। জোরালো দাবি ও বক্তব্য এটাই যে, ঝগড়াবিলই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত স্থান।

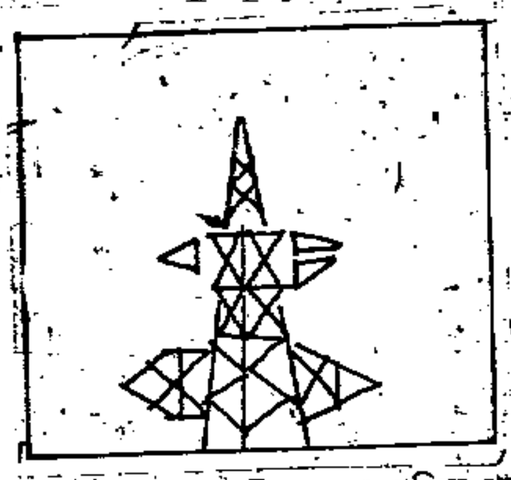

কেন নয়। রাঙ্গামাটি শহরের পশ্চিম প্রান্ত ভেদভেদী থেকে আসামবস্তি-তবলছড়ি সড়কটির দ্বারা প্রস্তাবিত এলাকাটি ইতোমধ্যে জেলা শহর ও রাঙ্গামাটি-চিটাগাং মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে। এই সড়কটির সাথে লিঙ্ক রচনা করে বর্ণিত জায়গা দিয়ে কাপ্তাইগামী আরেকটি সড়ক নির্মাণাধীন, যার কাজ অচিরেই শুরু হবার আশা। জায়গাটির সামনে ঢেউ খেলে কর্ণফুলী হ্রদ হামেশ ক্ষণ নৃত্যমান। এর পিছনে সামনে ডানে বাঁয়ে, উঁচু পাহাড়ের সারি, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের ডালি ধরে দন্ডায়মান। সহজ যোগাযোগ, শহর-পর্যটন- বিনোদন- সুবিধা, কোলাহলমুক্ত নির্জনতা এবং সাথে গ্রামীণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, এই সুবিধাগুলো একটি শীর্ষ জ্ঞান পীঠের জন্য উপযুক্তই বটে। আয়তনের বিচারেও এলাকাটি বিরাট ও প্রশস্থ। এর ভূপ্রকৃতিটিও টিলাময় আধা সমতল। পাহাড় নয়, সমতলও নয়, হ্রদের বন্যার পক্ষেও নাগালযোগ্য নয়। এটি হবে সত্যিকার এক তপোবন সদৃশ্য বিশ্ববিদ্যালয়। ঝগড়া-বিলবাসীদের ধন্যবাদ, তারা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টির সাইট সংস্থানের পক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্তের মাধ্যমে নিজেদের এই মহৎ আগ্রহের কথা জানিয়েছেন যে, প্রয়োজনে বন্দোবস্তভুক্ত জায়গা জমি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণে ছাড়তেও তারা প্রস্তুত। তাদের বসতি এলাকার পাশে এমন একটি উচ্চ জ্ঞান তপস্যা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হওয়া গর্ব ও আনন্দের বিষয়। তাতে নিজেদের ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকারটাও হবে মহৎ।

প্রত্যেক মহৎ কাজের ভিতর একদল স্বর্থান্বেষী লোককে নিজেদের আত্মস্বার্থ উদ্ধারে লিপ্ত হতে দেখা যায়। যেমন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইট নির্বাচন নিয়ে অনেক টানাহেচড়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও মধ্যবর্তী অঞ্চলের অনেক প্রভাবশালী মহল, অনেক সুযোগ-সুবিধা ও অগ্রগণ্যতার দাবিতে প্ররোচিত করে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টিকে স্থানান্তর করতে জোর তদবিরে তৎপর আছেন। এই টানা-হেচড়ার বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। যদি এই স্থানান্তরকরণ সফল হয়, তাহলে বুঝতে হবে পার্বত্যাঞ্চলেও আঞ্চলিকতা ও স্বার্থপরতার স্থান হয়ে গেছে। রামগড়, কাপ্তাই, আলুটিলা, গামারী ঢালা, চিম্বুক, শৈল হ্রদ ইত্যাদিতে অনেক অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান। রাঙ্গামাটি ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল, আঞ্চলিক সদর দপ্তর বঞ্চিত, তাই কেন্দ্রীয় আশীর্বাদ-মুক্ত। এরূপ অনেক যুক্তি ও দাবি উত্থাপিত হচ্ছে। এই ডামাডোলে স্থান নির্বাচনের ভাগ্য মনে হয় অনিশ্চিত। স্থান নির্বাচন কমিটিও এ নিয়ে বিভ্রান্ত। সুতরাং রাঙ্গামাটি কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরাও এ নিয়ে সক্রিয় ও তৎপর। স্থান নির্বাচন কমিটি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ঝগড়াবিলভিত্তিক ক্যাম্পাসের পক্ষে প্রভাবিত করা যুক্তিসঙ্গত।

ইতোমধ্যে উত্থাপিত দরখাস্তভিত্তিক উদ্যোগটি ক্ষুদ্র স্বার্থসম্বলিত চিন্তা- চেতনা-পুষ্ট দুর্বল। বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন উদ্যোগের পক্ষে আরো বৃহত্তর ও সার্বজনিন স্বার্থকে গুরুত্বদানসহ ঝগড়াবিলের উপযোগিতার কথা জোরে ও দৃঢ়তার সাথে উত্থাপিত হতে হবে। বহিরাঞ্চলের সমর্থন লাভও জরুরি।

স্থানীয়ভাবে আঞ্চলিকতার বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটিও বহুল চর্চিত। আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানরূপে কেউ যেন না ভাবেন। এটি হবে জ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ। এখানে সাম্প্রদায়িক অগ্রাধিকার নয়, বরং মেধাগত প্রাধান্যই কেবল শিক্ষা সুযোগের মূলনীতি রূপে গণ্য হতে পারে। মেধাগত উঁচু মানের মাপকাঠিতে শিক্ষার্থী নির্বাচন অবাধ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তাতে উপজাতিরা প্রাধান্য পেলে আপত্তির কিছুই থাকবে না। মেধার ভিত্তিতে বঞ্চিত পক্ষ, সে যেই হোক, তাকে ঝরে যেতেই হবে। বিপরীতে মেধাগুণে উত্তীর্ণ ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী যেন আসন স্বল্পতায় না ভোগে। যাচাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ স্থানীয় ছাত্রছাত্রী অবশ্যই ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে পারে এবং এদের মধ্যেও অগ্রাধিকারী হবে, কম শিক্ষিত পশ্চাদপদ সম্প্রদায় ও সমাজভুক্ত শিক্ষার্থীরা। এটা হবে বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

ক্যাম্পাস রাজনীতি ও সন্ত্রাসের বিষয়টিকেও একাডেমিকভাবে রুখতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ক্যাম্পাসে রাজনীতি ও সন্ত্রান নয়। ক্যাম্পাসে কেবল আভ্যন্তরীণ বেতনভাতা, বৃত্তি, ভর্তি ও শিক্ষাই হবে আন্দোলনের বিষয়। তবে বহিরাঙ্গনে রাজনীতি হবে মুক্ত। অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী সবাইকে এ মূলনীতি মানতে হবে।

আতিকুর রহমান
ডিএসবি কলোনী
রাঙ্গামাটি।